রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.১৪০—বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিক জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত নিবেদিত প্রাণ এক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদকে হারাল।

২। জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৯ মে ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ১৯ মে ২০২২

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিক জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৩৪ সালে সিলেট জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে সিলেট এমসি কলেজ হতে আইএ এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯৫৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিপ্লোমা এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৪-৮৫ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উড্রো উইলসন স্কুলে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী জনাব মুহিত পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা হওয়ার কারণে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৫৫ সালে নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ করে।

জনাব মুহিত সিএসপি অফিসার হিসাবে ১৯৫৬ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ওয়াশিংটন দূতাবাসে পাকিস্তানের কূটনীতিকের দায়িত্বে থাকাকালীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে 'তমঘায়ে পাকিস্তান' উপাধি বর্জন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর ও ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর দুটি নিবন্ধ কংগ্রেশনাল শুনানিতে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে তিনি ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা সচিবের দায়িত্ব পান; তবে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে ওয়াশিংটন দূতাবাসে ইকোনমিক কাউন্সিলরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। এখন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র বাংলাদেশি নাগরিক যিনি এ পদে আসীন হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব মুহিত ২০০১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ২০০২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন একইসঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক উপ-কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৮ সালে সিলেট-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। জনাব মুহিত অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তিনি পুনরায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। দক্ষতা ও সততার সঙ্গে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী হিসাবে তিনি সর্বমোট ১২টি বাজেট পেশ করেন এবং পর-পর দশটি বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার অনন্য মাইল ফলক অর্জন করেন।

পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি ইতিহাস, স্মৃতিকথা, প্রশাসন এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ২৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে 'Bangladesh: Emergence of a Nation (1991)'; 'History of Bangladesh (2016)'; 'স্মৃতি অম্লান ১৯৭১' এবং 'নির্বাচন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও সম্ভাবনা' প্রভৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব মুহিত ছিলেন সদালাপী, নিরহংকার, মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী।

জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত নিবেদিতপ্রাণ এক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অর্থনীতিবিদকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd